'এবং মহুয়া' - বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি আয়োগ (UGC CARE list 2021) অনুমোদিত পত্রিকার অন্তর্ভুক্ত। ২০২১ সালে প্রকাশিত [illegible] পত্রিকার ([illegible]) ও পৃ. [illegible] উল্লেখিত।

এবং মহুয়া

(বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও গবেষণাধর্মী মাসিক পত্রিকা)

২৩ তম বর্ষ, ১৪৩ সংখ্যা, ডিসেম্বর, ২০২১

সম্পাদক
ডা. মদনমোহন বেরা

কে.কে. প্রকাশন
গোলকুয়াচক, মেদিনীপুর, প.ব.।

৩৪.উনিশ শতকের নারী শিক্ষা ও প্রগতিতে কাদম্বিনী গাঙ্গুলি
:: কেশবচন্দ্র ঘোষ.....২৬৯
৩৫.গোর্খাল্যান্ড আন্দোলনের প্রাসঙ্গিকতা : একটি
ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ :: কৃষ্ণা বর্মণ.....২৭৪
৩৬.ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে নারীদের অবদান
:: সুকুমার মন্ডল.....২৮৩
৩৭.দেশভাগ ও বাংলার নিম্নবর্গীয় উদ্বাস্তুদের ইতিহাস
:: উৎকলিকা সাহু.....২৯০
৩৮.নাগরিক লোকসংস্কৃতির প্রেক্ষিতে আলোচনা ও পর্যালোচনায়
ঠাকুরবাড়ির নারীর পোশাক ও প্রসাধন চর্চা :: মাধবী সাহা.....২৯৭
৩৯.উনিশ শতকের বাংলায় মহিলা কবিরাজ :: ড.অমৃতা চক্রবর্তী...৩০৬
৪০.সমরেশ বসু : মননে অন্বেষণে
:: ড. আবুল ফয়েজ মো. মালিক.....৩১৩
৪১.রবীন্দ্রনাথ ও পরিবর্তিত বিষ্ণুপুর ঘরানা
:: ড. চৈতালী মান্ডি.....৩১৬
৪২.স্বপ্নময় ভবিষ্যতের সুলুকসন্ধান:প্রসঙ্গ নলিনী বেরার 'অপৌরুষেয়'
:: ড. দীপক সোম.....৩২০
৪৩.শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার অদ্বৈতচেতনা ও আজকের জীবনসংগ্রাম
:: ড. কৃষ্ণ ধীবর.....৩২৭
৪৪.ভাওয়াইয়া গানে বৈধব্য নারীর অর্ন্তস্বর
:: ড: কৃষ্ণকান্ত রায়.....৩৩২
৪৫.শব্দ দূষণরোধী ভাবনায় বিচারপতি ভগবতী প্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় :
একটি মূল্যায়ন :: ড. মাল্যবান চট্টোপাধ্যায়.....৩৪০
৪৬.ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাংলায় মুসলমানদের মধ্যে আধুনিকশিক্ষার
প্রসার ও উন্নয়ন : একটি সমীক্ষা::ড.মহম্মদ শামীম ফিরদৌস.....৩৫১
৪৭.'পদ্মানদীর মাঝি' (১৯৩৬) উপন্যাসে নিম্নবর্গীয় জীবনালেখ্য
:: ড. নীতিশ দাস.....৩৫৫
৪৮.গিরিশচন্দ্রের 'প্রফুল্ল' : যৌথপরিবারের ভাঙনের চিত্র
:: ড. পঙ্কজ বাকচী.....৩৫৯
৪৯.আঞ্চলিক কবিতার ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য :: ড.পরিতোষ মাহাত...৩৬৫
৫০.বিশ্ববরেণ্য ছৌ-শিল্পী গম্ভীর সিংমুড়া : জীবন ও কাহিনি
:: ড. সমর কান্তি চক্রবর্ত্তী.....৩৭৬
৫১.অণুগল্পের আদিরূপ :: ড. শম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়.....৩৮৩
৫২.ধ্যান যোগের মর্মার্থ বিচার :: ড. সোমা বন্দ্যোপাধ্যায়.....৩৯০

ধ্যান যোগের মর্মার্থ বিচার

ড. সোমা বন্দ্যোপাধ্যায়

সারসংক্ষেপ :

জ্ঞানযোগই মুক্তির প্রকৃষ্ট উপায় কিন্তু জ্ঞানযোগে উপনীত হতে গেলে উপাসনার একান্ত প্রয়োজন। নির্গুণ ব্রহ্মের স্বরূপ জ্ঞান খুবই কঠিন ব্যাপার, দেবতাগণেরও অসাধ্য। শ্রী ভগবান্ গীতায় বলেছেন—

"ক্লেশোঽধিকতরস্তেষাম্ অব্যক্তাসক্তচেতসাম্।
অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে।।"[১]

অর্থাৎ যাঁরা নির্গুণ নিরাকার ব্রহ্মে অভিনিবিষ্ট তাঁদের সিদ্ধি লাভের জন্য সগুণ ব্রহ্ম উপাসক অপেক্ষা অধিকতর ক্লেশ পেতে হয়। কারণ দেহাভিমানী ব্যক্তিগণের পক্ষে নির্গুণব্রহ্মে স্থিতিলাভ করা সহজ ব্যাপার নয়। অর্থাৎ অল্পমেধাসম্পন্ন দেহাত্মবুদ্ধিবিশিষ্ট ব্যক্তিগণের পক্ষে নির্গুণ নিরাকার ব্রহ্মতত্ত্বোপলব্ধি কখনই হতে পারে না। দেহাত্মবুদ্ধি থাকবে, আমি ও আমার এই বুদ্ধি থাকবে, আবার 'অহং ব্রহ্মাস্মি'— এই বুদ্ধি হবে এটি যুগপৎ সম্ভব নয়। নির্গুণতত্ত্বের সম্যক উপলব্ধি নচিকেতা যাজ্ঞবল্ক্য সত্যকাম, পীপ্পলাদ প্রভৃতি সত্য দ্রষ্টা ঋষিদের পক্ষেই সম্ভব যাঁরা দেহাভিমানের অনেক উর্ধ্বে বিরাজমান। সুতরাং অল্পজ্ঞ, অল্পশক্তি সম্পন্ন দেহাভিমানীর পক্ষে প্রকৃষ্ট পথ হবে সগুণ ব্রহ্মতত্ত্বের উপাসনা। সোপানারোহণন্যায়ে সগুণ ব্রহ্ম উপাসনার মাধ্যমে নির্গুণ ব্রহ্মতত্ত্ব উপলব্ধি হবে। স্থূল সূক্ষ্ম বস্তুকে না জেনে সূক্ষ্মতম পরমতত্ত্বকে জানা সম্ভবপর নয়।

'এষ অন্তরাদিত্যে হিরন্ময়ঃ পুরুষো দৃশ্যতে২' ইত্যাদি শ্রুতি বাক্যেও মন্দাধিকারীদের জন্য সগুণ ব্রহ্ম বিষয়ক প্রতীক উপাসনা বিহিত হয়েছে। প্রাথমিকভাবে মুমুক্ষুযোগীদের জন্য কোন আলম্বনকে আশ্রয় করে প্রতীক উপাসনা বিহিত হয়। যদিও প্রতীক উপাসনার দ্বারা উপাস্য সগুণ ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার হয় না। কেননা প্রতীক উপাস্য স্বরূপ থেকে ভিন্ন তথাপি এখানে বক্তব্য যে, ইতরবস্তু ব্যাবৃত্তির জন্যই প্রতীকে চিত্তের সন্নিবেশ প্রয়োজন। তাই কোন প্রতীক বা আলম্বনকে আশ্রয় করে প্রথমে যোগীকে উপাসনা করতে হবে। যাতে চিত্ত স্থির হয়। এই কারণে যোগদর্শনে সমাধির নিমিত্ত কোনও আলম্বন সাপেক্ষ ধ্যানকে বিধান করেছেন। পাতঞ্জলি সূত্রে বলেছেন—

'যথাভিমতধ্যানাদ্ বা।'[৩]

সূচক শব্দ :

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ধ্যান, মন, যোগী, যোগ, সমাধি, মুক্তি।